সংবাদ

তারিখ ... ... 20.10.84 ...
পৃষ্ঠা ... ... ৬ কলাম ... 1 ... ...

0 001

সংবাদ

ঢাকা : শনিবার, ৩রা কার্তিক, ১৩৯১

কারিগরি শিক্ষার মান

কারিগরি শিক্ষা নিয়ে যে ব্যবসার পালা ইদানীং দেখা যাচ্ছে তাতে এর ভবিষ্যৎ ভেবে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারা যায় না। এখানে সেখানে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে কারিগরি প্রশিক্ষণ স্কুল। এরা বিদ্যার্জনের সহজ সমাধান দিয়ে দিচ্ছে শুধু সার্টিফিকেট বিলিয়ে। আসল শিক্ষাটা যে কতটুকু হচ্ছে সে তোয়াক্কা তাদের নেই। পত্রিকান্তরে সেদিন প্রকাশিত প্রতিবেদনে সমস্যাটি নতুন করে তুলে ধরা হয়েছে। টাইপিং সেক্রেটারিয়াল কোর্স, মোটর ড্রাইভিং, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামাদি মেরামত ইত্যাদির জন্যে বেসরকারীভাবে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে সেগুলোর বেশীর ভাগেরই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কোন স্বীকৃতি নেই। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স সম্বল করে চলছে তাদের এ ব্যবসা। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার উপযুক্ত মানের কারিকুলাম নেই, পরীক্ষায় নেই যথাযথ পদ্ধতি, সরঞ্জামাদিও তেমন কিছু দেখা যায় না; অথচ টাকা হলে যে কেউ এতে ভর্তি হয়ে পেয়ে যাচ্ছে সার্টিফিকেট, বিদেশে চাকরির জন্যে যার প্রয়োজন বিশেষ করে রয়েছে। এমন সার্টিফিকেটসর্বস্ব বিদ্যা কারিগরি শিক্ষার সত্যিকার প্রসারে আদৌ যে সহায়ক হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। বিদেশে চাকরি নিয়ে গিয়ে 'সার্টিফিকেট পাওয়া' এই লোকগুলো যে নিজেদেরকেই কেবল অপদস্থ করছে তা-ই নয়, দেশকেও করছে হেয়। জনশক্তি রফতানীর ক্ষেত্রেই শুধু নয় সাধারণভাবেই বিষয়টির দিকে নজর দেয়া দরকার।

শিক্ষাদানের তেমন কোন গরজ যে এদের নেই তা বোঝা যায় ট্রেড লাইসেন্সকে ভিত্তি করে এসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মানসিকতা থেকে। ব্যবসায়িক এ মানসিকতার মাঝে শিক্ষার ন্যূনতম তাগিদটুকুও অনুভূত হয় না। সুযোগ পেয়েই সৃষ্টি হয়েছে এ পরিস্থিতির। কারিগরি শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি এগুলো চালুর পূর্বশর্ত হিসেবে থাকলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে না। শিক্ষাদানের যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্যে সবার আগে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে আসা উচিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বীকৃতি। এই সাথে সেগুলোর কার্যক্রমের ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের নিয়মিত খবরদারির ব্যবস্থাও থাকা চাই। এছাড়া শিক্ষাদান তো দূরের কথা কোন কাজেই সুফল আশা করা যায় না। জরুরীভাবে, সংক্ষিপ্ত পর্যায়ে কোন কিছু শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলেও এমন অবস্থা চলতে পারে না। এভাবে কারিগরি শিক্ষার ন্যূনতম চাহিদাটুকু মিটাবে বলে আশা করা যায় না। এক্ষেত্রে সরকারেরও বিশেষ উদ্যোগ থাকার প্রয়োজন রয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার বর্তমানের বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্যে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা নিঃসন্দেহে কাম্য। কিন্তু সেগুলো যাতে উপযুক্ত মান বজায় রেখে পরিচালিত হয় সেই ব্যবস্থাটাও এর সাথে কড়াভাবে থাকা চাই।

সরকারী অনুমোদনপ্রাপ্ত যেসব কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে সেগুলোর কার্যক্রম সুবিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তাও এই সাথে রয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিষয়টি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বদলে শ্রম ও জনশক্তি দফতরের হাতে ন্যস্ত হওয়াতে সরকার অনুমোদিত ৫২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংকট সৃষ্টির খবর কিছুদিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত হয়েছে। কোর্সের মেয়াদ ২ বছর থেকে সংক্ষিপ্ত করে ৬ মাস করার সিদ্ধান্ত শিক্ষার্থীদের কাম্য নয়। এ শিক্ষা যাতে তাদের পেশায় কাজে লাগে, আবার উচ্চতর শিক্ষার সহায়ক হয় সেটাই তারা চাইছে। শিক্ষার মূল লক্ষ্যের দিক থেকে এটা খুবই যুক্তিযুক্ত। আগের দু' বছরের কোর্সের সুযোগে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা পলিটেকনিক ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেতো। কিন্তু ছ'মাসের কোর্সে তাদের জন্যে সে সুযোগ থাকছে না। সংক্ষিপ্ত কোর্সের সুযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে বর্ধিত মূল কোর্সের সুযোগ রেখেই তা থাকতে পারে। সেটা বাদ দিয়ে এমন কোন ব্যবস্থার অর্থ সঙ্গতভাবেই দাঁড়ায় শিক্ষার সুযোগ সংকোচন।

কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক বিষয়টিই এ দৃষ্টি থেকে মূল্যায়ন হওয়া উচিত। ব্যাঙের ছাতার মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে কিছু সার্টিফিকেট বিতরণের ব্যবস্থা যেমন অর্থহীন তেমনি শিক্ষার অবারিত দ্বার বন্ধ করে সংক্ষিপ্ত শিক্ষার কোন ব্যবস্থারও মূল্য থাকতে পারে না। কারিগরি শিক্ষার সামগ্রিক প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে সমন্বিত ব্যবস্থার আজ বিশেষ প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগ আরো বেশী চাই। সরকারী উদ্যোগে যেমন আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালুর প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি উপযুক্ত মানের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বেসরকারী উদ্যোগে ব্যাপকভিত্তিক সরকারী সহায়তারও ব্যবস্থা থাকা দরকার। সমান, উপযুক্ত-মানের কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন, সরঞ্জামাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা করার সাথে সাথে থাকতে হবে উপযুক্ত শিক্ষক। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠার সুযোগটাও তাই আগে বন্ধ করার ব্যবস্থা চাই। সে সুযোগ থেকে গেলে উন্নত ব্যবস্থার দিকে ঝোঁক কমই থাকবে।